মূল শব্দাবলী:
চারিত্রিক অখন্ডতা
ধর্মীয় জ্ঞান
যাচাইকরণ
সংরক্ষণ

Majlis Ugama Islam Singapura
Friday Sermon
24 July 2026 / 9 Safar 1448H
আমাদের ধর্মীয় জীবনের পবিত্রতা ও অখণ্ডতা সংরক্ষণ

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ ٱلَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا ٱللّٰهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ٱللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ ٱللَّهِ، ٱتَّقُوا ٱللَّهَ. قَالَ تَعَالَى: يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

জুম্মায় আগত সম্মানিত মুসুল্লীবৃন্দ,

আসুন, আমরা পূর্ণ সচেতনতা ও আল্লাহভীতির সঙ্গে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার তাকওয়া অবলম্বন করি। তাঁর সকল আদেশ যথাযথভাবে পালন করি এবং তাঁর সকল নিষেধাজ্ঞা থেকে নিজেকে বিরত রাখি। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে সহজ সরল পথে অবিচল থাকার জন্য হিদায়াত ও প্রজ্ঞা দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

প্রিয় মুসল্লিবৃন্দ,

ইসলাম আমাদের ধর্মীয় জীবনে চরিত্রের অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। এর অর্থ হলো, ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন ও গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্কতা, বিচক্ষণতা এবং দায়িত্বশীল মনোভাব অবলম্বন করা। কারণ, ধর্মীয় জ্ঞানের মাধ্যমেই আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আদেশ, নিষেধ এবং দিকনির্দেশনা সম্পর্কে অবগত হই, যা আমাদের দ্বীনি জীবন ও পরিচয়কে গঠন করে।

আমাদের উপলব্ধি করা উচিত যে, যে কোনো জ্ঞান যার সত্যতা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত নই, অথচ ধর্মের নামে প্রচার করা হয়, তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। উদাহরণস্বরূপ, পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহের প্রেক্ষাপট ও সঠিক ব্যাখ্যা বিবেচনা না করে ইচ্ছেমতো অর্থ নির্ধারণ করা, অথবা জাল হাদিসের ভিত্তিতে কোনো আমল করা কিংবা কোনো বিশ্বাস পোষণ করা—এসবই এমন আকীদা ও ধারণার জন্ম দিতে পারে, যা পরবর্তীতে মানুষের আমলে পরিণত হয়। একসময় এসব আমল সমাজে প্রচলিত রীতিতে পরিণত হয়ে অন্যদের জন্য অনুসরণীয় বলে বিবেচিত হতে পারে, অথচ প্রকৃতপক্ষে ইসলামে তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।

বাস্তব জীবন হোক কিংবা অনলাইন জগৎ, দেশে হোক কিংবা বিদেশে—এই ধরনের বিভ্রান্তি আজ ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে। তাই আমাদের ধর্মীয় জীবনের অখণ্ডতা রক্ষার লক্ষ্যে আজকের খুতবায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা তুলে ধরা হবে।

<u>প্রথমত: দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে উৎস নির্বাচন সম্পর্কে সতর্ক হওয়া</u>

সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ,

আমরা যখন চিকিৎসা-সংক্রান্ত পরামর্শের প্রয়োজন অনুভব করি, তখন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হই। আর আইনি পরামর্শের প্রয়োজন হলে আইনজীবীর কাছে যাই। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা সর্বোত্তম ও যোগ্য ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণের চেষ্টা করি। ঠিক তেমনি, ধর্মীয় বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রেও আমাদের একই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কেননা, এটি এমন একটি বিষয়, যার ওপর নির্ভর করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহর কাছে আমাদের অবস্থান নির্ধারিত হবে।

ইমাম ইবনু সিরীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন:

“নিশ্চয়ই এই জ্ঞানই হলো দ্বীন। অতএব, তোমরা ভালোভাবে লক্ষ্য করো, কার কাছ থেকে তোমরা তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ।”

এই বাণী আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমরা যাদের কাছ থেকে দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করি, তাদের সম্পর্কে সতর্কভাবে যাচাই-বাছাই করা অত্যন্ত জরুরি। আমাদের ইসলামের সঠিক উপলব্ধি এমন শিক্ষকদের কাছ থেকে অর্জন করা উচিত, যারা যথাযথভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন, বিশ্বস্ত, বিনয়ী এবং যাদের কর্ম তাদের শিক্ষা ও দাওয়াতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

<u>দ্বিতীয়ত: দ্বীনি জ্ঞানের বিষয়বস্তুর সত্যতা যাচাই করা।</u>

সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ,

সতর্কতার অংশ হিসেবে, আমরা দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের জন্য বিশ্বস্ত উৎস নির্বাচন করলেও, আমাদের কাছে যে জ্ঞান পৌঁছায় তার সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের যাচাই-বাছাই আমাদেরকে বিভ্রান্তি, ভুল ধারণা এবং ভিত্তিহীন বক্তব্য থেকে রক্ষা করে।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা আল-ইসরার ৩৬ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾

সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ,

দ্বীনি জ্ঞানের বিষয়বস্তুর সত্যতা যাচাই করারও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। প্রথমত, আমাদের নিশ্চিত হতে হবে যে কোনো বক্তব্য বা দ্বীনি বিষয়বস্তুর শক্ত ও গ্রহণযোগ্য শরিয়তী ভিত্তি রয়েছে কি না। তাই আমরা যেন খেয়াল রাখি, দ্বীনি বিষয়ে উপস্থাপিত দলিল ও প্রমাণ সহীহ ও নির্ভরযোগ্য । কেননা, দ্বীনের প্রতিটি শিক্ষা অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। একই

সঙ্গে, সেই দলিলের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও সঠিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী তা অনুধাবন করা হয়েছে কি না, তাও যাচাই করা জরুরি।

তৃতীয়ত: ফিকহের বিধান প্রয়োগে প্রেক্ষাপটের গুরুত্ব উপলব্ধি করা

সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ,

মালয় ভাষায় একটি প্রবাদ রয়েছে— *"Lain padang, lain belalang"*, অর্থাৎ স্থানভেদে পরিস্থিতিও ভিন্ন হয়। ফিকহের অনেক বিধানের ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য।

এটি সত্য যে, ফিকহের মৌলিক (উসূল) বিষয়গুলো—যেমন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ হওয়া—সময় ও স্থানভেদে পরিবর্তিত হয় না। তবে ফিকহের কিছু শাখাগত (ফুরু') বিধান রয়েছে, যেগুলোর প্রয়োগ স্থান, কাল এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, বিবাহের মোহর বা **মাহরে মিসলের** পরিমাণ এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভিন্ন হতে পারে। তাই একটি দেশের মানুষ অন্য দেশের মোহরের প্রচলিত হার হুবহু অনুসরণ করে নিজেদের দেশে প্রয়োগ করলে তা যথাযথ নাও হতে পারে। কারণ, দুই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক রীতি-নীতি এবং প্রচলিত প্রথার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, দ্বীনের শাখাগত বিষয়ে ফিকহি বিধান স্থান, সময় এবং স্থানীয় সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই, বিভিন্ন দেশের আলিমগণ একই উৎস—অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ—থেকে দলিল গ্রহণ করা সত্ত্বেও শাখাগত বিষয়ে তাঁদের ফতোয়া ও ফিকহি মতামতের মধ্যে বৈচিত্র্য দেখা যায়।

প্রিয় মুসল্লিবৃন্দ,

আসুন, আমরা সবাই মিলে নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ উৎসের ওপর নির্ভর করে আমাদের ধর্মীয় জীবনের অখণ্ডতা রক্ষা করি। কেননা, আজ আমাদের দ্বীনি জীবনের বিশুদ্ধতা ও অখণ্ডতাই আগামীকাল মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে আমাদের অবস্থান নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আমরা যে জ্ঞান অর্জন করি এবং সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে যে আমল করি, তা-ই কিয়ামতের দিন ময়দানে মাহশারে আমাদের পাথেয় হবে। তাই আসুন, আমাদের সাধ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ চেষ্টা করি যেন আমরা যে জ্ঞান অর্জন করি এবং যে আমল সম্পাদন করি, তা সহীহ, বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য থাকে।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সত্যের পথ প্রদর্শন করুন, সেই পথ অনুসরণের তাওফিক দান করুন এবং অজ্ঞতা, বিভ্রান্তি ও গাফিলতি থেকে আমাদের হেফাজত করুন।

আমীন, ইয়া রাব্বাল ‘আলামীন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَما أَمَر، وَأَشْهَدُ أَن لا إِلَه إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِه وَأَصْحابِهِ أَجْمَعِين. أَمّا بَعْد، فَيا عِبادَ الله، اتَّقُوا اللهَ تَعالَى فِيما أَمَر، وانتَهُوا عَمَّا نَهاكُم عَنْهُ وَزَجَر.

أَلا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلى النَّبِيِّ الْمُصْطَفى، فَقَدْ أَمَرَنا اللهُ بِذَلِك حَيْثُ قال فِي كِتابِهِ العَزِيز: إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلى النَّبِيِّ يا أَيُّها الَّذِينَ ءامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سادَاتِنا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ وَعَلِيّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحابَةِ وَالقَرابَةِ وَالتّابِعِين، وَتابِعِي التّابِعِين، وَعَنّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِماتِ، الأَحْياءِ مِنْهُم وَالأَمْواتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنّا البَلاءَ وَالوَباءَ وَالزَّلازِلَ وَالمِحَن، ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَن، عَن بَلَدِنا خاصَّةً، وَسائِرِ البُلْدانِ عامَّةً، يا رَبَّ العالَمِين. اللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوانَنا المُسْتَضْعَفِينَ فِي غَزَّة وَفِي فِلَسْطِينَ وَفِي كُلِّ مَكانٍ عامَّةً، يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين. رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنيا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنا عَذابَ النّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذْكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.